কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার বিষয়ক ধারণা

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

সতর্কতামূলক ঘোষণা ঃ এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত তথ্য কোনোভাবেই পেশাগত আইনি সহায়তার বিকল্প কিছু নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা প্রদানই এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য।

WIPO স্বত্ব (২০০৬) আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা ম্যাকানিক্যালি, যে কোনো আকার বা ভাবে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না।

This publication has been translated and reproduced with the permission of the World Intellectual Property Organization (*WIPO*), the owner of the copyright, on the basis of the original English language version. The Secretariat of *WIPO* assumes no liability or responsibility with regard to the translation and transformation of the publication.

This translated publication was financed under the EU-WIPO Intellectual Property Rights Project for Bangladesh

European Union

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

সূচি

ভূমিকা ৩

মেধা সম্পদ ৩

মেধা সম্পদের দু'টি শাখা :
ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি এবং কপিরাইট ৪

কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত সৃষ্টিকর্ম ৬

সুরক্ষিত অধিকারসমূহ ৭

পুনরুৎপাদন, বিতরণ, ভাড়া
এবং আমদানির অধিকার ৮

জনসমক্ষে সম্পাদন, সম্প্রচার, জনসাধারণের
সঙ্গে যোগাযোগ এবং জনসাধারণের কাছে
সহজলভ্য করার অধিকার ৯

অনুবাদ ও অভিযোজনের অধিকার ১০

নৈতিক অধিকার ১০

অধিকারসমূহের সীমাবদ্ধতা ১১

কপিরাইটের মেয়াদ ১২

কপিরাইটের মালিকানা, ব্যবহার ও হস্তান্তর ১৩

অধিকার কার্যকরীকরণ ১৪

সংশ্লিষ্ট অধিকার ১৬

WIPO'র ভূমিকা ২০

অতিরিক্ত তথ্য ২১

ভূমিকা

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন বা নবাগত এমন সব ব্যাক্তিদের এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দিতেই এই পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। কপিরাইট আইন এবং এর প্রয়োগের মৌলিক ভিত্তিগুলো এখানে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অধিকার, যে অধিকারগুলোর সুরক্ষা প্রদান করে কপিরাইট ও এ সম্পর্কিত অধিকার আইন, পাশাপাশি রয়েছে এসব অধিকারের সীমাবদ্ধতাসমূহ। এছাড়া কপিরাইট হস্তান্তর এবং কার্যকরীকরণের বিধানসমূহ এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

কপিরাইট লঙ্ঘনসহ অন্যান্য বিষয়গুলো কিভাবে মোকাবেলা করা হয় তার পূর্ণাঙ্গ আইনগত বা প্রশাসনিক নির্দেশনা এই পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু জাতীয় মেধা সম্পদ বা কপিরাইট অফিস থেকে যে কেউ এ বিষয়ক ধারণা পেতে পারেন। এই পুস্তিকার একেবারে শেষে উপস্থাপিত 'অতিরিক্ত তথ্য' বিষয়ক অধ্যায়টিতে প্রয়োজনীয় কিছু ওয়েবসাইট ও প্রকাশনার তালিকা দেয়া হয়েছে যেখান থেকে পাঠক এ বিষয়ে অধিকতর বিস্তৃত ধারণা নিতে সক্ষম হবেন।

বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা– WIPO'র পৃথক আরেকটি প্রকাশনা 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি'-তে পেটেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, ট্রেডমার্ক এবং ভৌগোলিক পরিচিতিসহ (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়েছে।

মেধা সম্পদ

মেধা সম্পদ নামে পরিচিত বিস্তৃত পরিসরের আইনের একটি অংশ হচ্ছে কপিরাইট আইন। সামগ্রিক অর্থে মেধা সম্পদ হচ্ছে মানব মনের চিন্তার ফসল। সৃষ্টিকর্মের ওপর সম্পদের অধিকার প্রদান করে মেধা সম্পদ অধিকার উদ্ভাবকের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস কনভেনশনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (WIPO) মেধা সম্পদের সংজ্ঞা প্রদান করেনি, কিন্তু মেধা সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছে :

- সাহিত্য, শৈল্পিক এবং বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিকর্ম;
- সম্পাদনকারী শিল্পীদের (পারফর্মিং আর্টিস্ট) সম্পাদন (পারফরমেন্স), ফোনোগ্রাম ও সম্প্রচার
- মানব প্রচেষ্টার সব শাখার উদ্ভাবনসমূহ;
- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার;
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন;
- ট্রেডমার্ক, সার্ভিস মার্ক এবং বাণিজ্যিক নাম এবং পদবি;
- অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা;
- 'শিল্প সংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য বা শৈল্পিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড থেকে উদ্ভূত অন্যান্য সব অধিকার।'

মেধা সম্পদ সেসব তথ্য বা জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তুকে সংযুক্ত করে তার কপি বা অনুরূপ অসংখ্য বস্তু বিশ্বের যে কোনো অবস্থান থেকেই তৈরি করা যেতে পারে। ঐ বস্তুর মধ্যে মেধা সম্পদ থাকে না, সেটা থাকে যে জ্ঞান বা তথ্য ঐ বস্তুগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে। মেধা সম্পদ অধিকারের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন কপিরাইট বা পেটেন্টের ক্ষেত্রে সীমিত মেয়াদ।

শিল্প সম্পদ সুরক্ষার জন্য ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস কনভেনশনে (প্যারিস কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি) প্রথম মেধা সম্পদ সুরক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃতি পায় এবং ১৮৮৬ সালে অনুষ্ঠিত বার্ন কনভেনশনে (বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস) সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। উভয় চুক্তির বাস্তবায়নে তদারকি করে বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (WIPO)।

প্রধানত দু'টি কারণে বিভিন্ন দেশে মেধা সম্পদ সুরক্ষার আইন আছে। তার একটি হচ্ছে উদ্ভাবককে তার কাজের জন্য আইনগতভাবে নৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান, পাশাপাশি ঐ সৃষ্টিকর্মে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। অন্যটি হচ্ছে সৃষ্টিশীলতার অগ্রগতিতে সহায়তা করা, এর ফলাফল প্রয়োগ ও প্রচার করা এবং এর ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

মেধা সম্পদের দু'টি শাখা :
ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি এবং কপিরাইট

মেধা সম্পদ মূলত দু'টি শাখায় বিভক্ত, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি (শিল্প সম্পদ), বিস্তৃত অর্থে যেটা উদ্ভাবনসমূহকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং কপিরাইট, যেটা সাহিত্য ও শিল্পকর্মের সুরক্ষা দেয়।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি অনেক ধরনের। এর মধ্যে রয়েছে উদ্ভাবন সুরক্ষার জন্য পেটেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, যা শিল্প পণ্যের বাহ্যিক চেহারা নির্ধারণকারী নান্দনিক সৃষ্টি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ট্রেডমার্ক, সার্ভিস মার্ক, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের নকশা-চিত্র (লে-আউট ডিজাইন), বাণিজ্যিক নাম ও পদবি, পাশাপাশি রয়েছে ভৌগোলিক পরিচিতি (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) এবং অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে **কপিরাইট** জড়িত, যেমন, বই, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র এবং প্রযুক্তিনির্ভর কাজ যেমন, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ। ইংরেজি ছাড়া অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় কপিরাইট 'অথরস রাইট' বা লেখকের অধিকার নামেও পরিচিত। কপিরাইট বলতে বোঝানো হয় প্রধান কাজটিকে বা সৃষ্টিকর্মকে যেটা, সাহিত্য এবং শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মের ক্ষেত্রে, লেখক বা তার অনুমোদনের মাধ্যমেই কেবল তৈরি বা সৃষ্টি করা যায়। এই কাজটি হচ্ছে সৃষ্টি কর্মের কপি বা অনুলিপি তৈরি। 'অথরস রাইট' বা লেখকের অধিকার বলতে নির্দেশ করা হচ্ছে ঐ ব্যক্তিকে যিনি শৈল্পিক কর্মের স্রষ্টা, এর লেখক বা প্রণেতা। এভাবে প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব আইনে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, লেখকের তার সৃষ্টিকর্মের ওপর কিছু নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে, যেমন বিকৃত পুনরুৎপাদন বন্ধ করার অধিকার, যে অধিকার কেবল তিনিই চর্চা করতে পারেন। অন্যদিকে অন্যান্য অধিকারগুলো, যেমন কপি বা অনুলিপি তৈরির অধিকার, অন্যান্য ব্যক্তিরাও চর্চা করতে পারেন, যেমন একজন প্রকাশক যিনি লেখকের কাছ থেকে এ বিষয়ক একটি লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন।

যদিও অন্যান্য ধরনের মেধা সম্পদ রয়েছে, তবু উদ্ভাবন এবং সাহিত্য ও শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের ভিত্তিতেই এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি ও কপিরাইটের মধ্যে পার্থক্য জানা বেশ সহায়ক বলে বিবেচিত হবে।

আইনগত ধারণা ব্যতীত, সাধারণভাবে উদ্ভাবনকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে কারিগরী সমস্যার নতুন সমাধান হিসেবে। নতুন এই সমাধানগুলো হচ্ছে ধারণা সমূহ এবং সেভাবেই এগুলো সুরক্ষিত: পেটেন্ট আইনের অধীনে উদ্ভাবনের সুরক্ষা পেতে চাইলে বাস্তব কোনো বস্তুর মধ্যে ধারণা প্রয়োগ করে দেখানোর প্রয়োজন হয় না। উদ্ভাবক যে সুরক্ষা সুবিধা পান তা হচ্ছে, তার (মালিকের) অনুমোদন ছাড়া সে উদ্ভাবনের যে কোনো ধরণের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা। নকল করা ছাড়াই বা প্রথম উদ্ভাবকের কাজ সর্ম্পকে না জানা শর্তেও কোন ব্যাক্তি নিজে নিজেই যদি একই উদ্ভাবন করে থাকেন তথাপি সে উদ্ভাবন ব্যবহারের পূর্বে তাকে প্রথম উদ্ভাবকের অনুমতি নিতে হবে।

অন্যদিকে, কপিরাইট আইন কেবল কোনো ধারণার অভিব্যক্তি প্রকাশের ধরণকেই সুরক্ষা প্রদান করে, ধারণাকে নয়। এ আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত সৃজনশীলতা হচেছ শব্দ, সঙ্গীতের নোট বা স্বরলিপি, রঙ এবং আকৃতি নির্বাচন ও সেগুলোর সৃষ্টিশীল বিন্যাশ। সুতরাং কপিরাইট আইন এই জাতীয় সৃষ্টিকর্মের মালিকদের অধিকার রক্ষা করে তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের কাজের অনুলিপি তৈরি করে বা লেখকের সৃষ্ট মৌলিক কাজটির ধরণ নকল করে ব্যবহার করে।

উদ্ভাবন এবং সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজের মধ্যে মৌলিক এই পার্থক্যের কারণেই উভয় ক্ষেত্রে আইনগত সুরক্ষা প্রদানের ধরণও আলাদা। যেহেতু উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মালিককে কোন উদ্ভাবন ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে, সে কারণে এ অধিকারের সীমা বা মেয়াদও স্বল্পস্থায়ী– সাধারণত ২০ বছর। এছাড়া আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত উদ্ভাবনসমূহ অবশ্যই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা বাধ্যতামূলক। এখানে অবশ্যই একটি সরকারি প্রজ্ঞাপন থাকতে হবে, যেখানে উল্লেখ থাকবে একটি নির্দিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত উদ্ভাবন নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য ঐ মালিকের স্বত্বাধীন। অন্য কথায়, সুরক্ষিত একটি উদ্ভাবন সরকারি একটি রেজিস্টারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

কপিরাইট আইনের অধীনে সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজের আইনগত অধিকার যেহেতু কেবল ধারণার প্রকাশভঙ্গির অননুমোদিত ব্যবহারকে সুরক্ষা করে, সে কারণে ধারণা সুরক্ষার অধিকারের তুলনায় এ ধরণের অধিকার সুরক্ষার মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে এবং সেটা জনস্বার্থের ক্ষতি না করেই। এক্ষেত্রে আইন হতে পারে–এবং অধিকাংশ দেশেই তাই–কেবল ঘোষণামূলক, অর্থাৎ আইনে উল্লেখ থাকতে পারে যে, কোনো মৌলিক কাজের লেখক বা স্রষ্টার অধিকার রয়েছে তার কাজের অনুলিপি তৈরি বা অন্য কোনো ব্যবহার থেকে সবাইকে বিরত রাখা। সুতরাং একটি কাজ তখনই সুরক্ষিত বিবেচিত হয় যখন সে কাজটির সৃষ্টি হয় এবং কপিরাইট সুরক্ষিত কাজগুলোর ক্ষেত্রে পাবলিক রেজিষ্টার রাখার প্রয়োজন হয় না।

কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত সৃষ্টিকর্ম

কপিরাইট সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, 'সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজ' এই শব্দ মালার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি মৌলিক কাজের স্বত্ব এই শব্দ মালার অন্তর্ভুক্ত, তা সে কাজের সাহিত্য ও শিল্প মূল্য যাই হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে কাজের ধারণাটি মৌলিক হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এর প্রকাশের ধরণ অবশ্যই লেখকের মৌলিক সৃষ্টি হতে হবে। সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজ সুরক্ষা বিষয়ক বার্ন কনভেনশনের (বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস) অনুচ্ছেদ ২– এ বলা হয়েছে, 'সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজ'-এর মধ্যে থাকবে সাহিত্য, শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ, তা এগুলোর প্রকাশ ভঙ্গি যাই হোক না কেন।

বার্ন কনভেনশন প্রকাশিত এ জাতীয় কাজের তালিকা নিচে দেয়া হল :

- বই, প্যামলেট এবং অন্যান্য লেখা;
- ভাষণ, বক্তৃতা, হিতোপদেশ;
- নাটক বা গীতনাট্যকর্ম;
- কোরিওগ্রাফি (নৃত্য প্রণয়ন-কলা), মূকাভিনয়;
- সঙ্গীত সুর সৃষ্টি, কথাসহ বা কথা ছাড়াই;
- চলচ্চিত্র শিল্প বিষয়ক কাজ যেগুলো চলচ্চিত্র বিজ্ঞানের অনুরূপ কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত আত্মীকরণমূলক কাজ;
- ড্রয়িং, পেইন্টিং, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, খোদাইকাজ ও লিথোগ্রাফ;
- আলোকচিত্র সংশ্লিষ্ট কাজ যেগুলো আলোকচিত্রকলার অনুরূপ কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত আত্মীকরণমূলক কাজ;
- ব্যবহারিক শিল্প; ইলাস্ট্রেশন, মানচিত্র, পরিকল্পনা, নকশা এবং ভূগোল, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, স্থাপত্য বা বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট ত্রিমাত্রিক কাজ;
- 'অনুবাদ, অভিযোজন, সাহিত্য বা শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মের সাঙ্গীতিক বিন্যাস এবং বিকল্প বিন্যাস, যেগুলো মৌলিক কাজের কপিরাইট অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই মৌলিক কাজ হিসেবে সুরক্ষিত হবে।'
- সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজের সংগ্রহ যেমন বিশ্বকোষ ও সাহিত্য সংকলন, যেগুলো তার বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যাসের কারণেই সৃষ্টিশীল সৃষ্টিকর্ম হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে এবং এ কারণে এ ধরনের সংকলনের প্রতিটি কাজ কপিরাইট অধিকার ক্ষুণ্ন না করেই মৌলিক কাজ হিসেবে সুরক্ষিত হবে।

বার্ন ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলো এবং অন্যান্য অনেক দেশ তাদের কপিরাইট আইনে উপরে প্রকাশিত শ্রেণীগুলোর জন্য সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। এ তালিকা এখানেই শেষ নয়। এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই এমন সাহিত্য, শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক শাখার অন্য ধরনের প্রকাশভঙ্গি সম্বলিত কাজেরও সুরক্ষা প্রদান করে কপিরাইট আইন।

বার্ন কনভেনশনের তালিকায় নেই এমন একটি কাজের চমৎকার উদাহরণ হতে পারে **কম্পিউটার প্রোগ্রাম,** কিন্তু এটি সন্দেহাতীতভাবে বার্ন করভেনশনের অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লেখিত সাহিত্য বিষয়ক, শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিকর্মের ধারণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। বাস্তবে, অনেক দেশেই কম্পিউটার প্রোগ্রাম

কপিরাইট আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত, WIPO কপিরাইট ট্রিটি'র (১৯৯৬) অর্ন্তভূক্ত দেশগুলোতেও। কম্পিউটার প্রোগ্রাম হচ্ছে একগুচ্ছ নির্দেশনা, যা একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে একটি কম্পিউটারকে সক্ষম করে তোলার কার্যক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন তথ্য জমা ও ফিরে পাওয়া। এক বা একাধিক ব্যক্তি এই প্রোগ্রামটি তৈরি করে, কিন্ত চূড়ান্তভাবে এ প্রোগ্রামের 'প্রকাশভঙ্গি বা ধরণ' বুঝতে পারে সরাসরি একটি যন্ত্র (কম্পিউটার), কোনো মানুষ না।

মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন হচ্ছে আরেক ধরনের কাজের উদাহরণ যা বার্ন কনভেনশনের তালিকায় নেই, কিন্তু এটি সাহিত্য বিষয়ক, শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক শাখার অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টিকর্মের ধারণার মধ্যেই পড়ে। যদিও সর্বজনগ্রাহ্য কোনো আইনগত সংজ্ঞা এখনো তৈরি হয়নি, তবুও এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, ডিজিটাল ফরম্যাটে শব্দ, লেখা ও ছবির সমন্বয়ে তৈরি এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে উপভোগ করা যায় এরূপ মৌলিক প্রকাশ ভঙ্গির স্বত্বাধিকার মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন হিসেবে কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

সুরক্ষিত অধিকারসমূহ

যে কোনো সম্পদের মূলনীতি হচ্ছে যে, এর মালিক তার ইচ্ছানুসারে এটা ব্যবহার করতে পারবেন এবং অন্য কেউ তার অনুমোদন ছাড়া আইনগতভাবে এটা ব্যবহার করতে পারবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সমাজের অন্যান্য মানুষদের আইনগত অধিকার ও স্বার্থ ব্যতিরেকেই মালিক এটা ব্যবহার করতে পারবেন। একইভাবে একটি সুরক্ষিত কাজের কপিরাইট মালিক তার ইচ্ছেমত কাজটি ব্যবহার করতে পারেন, এবং তার অনুমোদন ছাড়া অন্য কেউ এটা ব্যবহার করলে তা রোধ করতেও পারেন। জাতীয় আইনের অধীনে সুরক্ষিত কাজের কপিরাইট মালিককে যে অধিকার প্রদান করা হয় তা মূলত একচেটিয়া অধিকার। এ অধিকারবলে অন্যদের আইন স্বীকৃত অধিকার ও স্বার্থ আমলে নিয়েই তিনি তৃতীয় কোনো পক্ষকে ঐ কাজ ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করতে পারেন।

কপিরাইটের অধীনে দু'ধরনের অধিকার রয়েছে। অর্থনৈতিক অধিকার কপিরাইট মালিককে অন্যদের মাধ্যমে তার কাজ ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের অধিকার প্রদান করে। নৈতিক অধিকার হচ্ছে সেটাই, যে অধিকারবলে লেখক তার কাজ ও নিজের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা বজায় রাখতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারেন।

অধিকাংশ কপিরাইট আইনে উল্লেখ রয়েছে যে, কাজ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কিছু পদপেক্ষ অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার লেখক বা মালিকের রয়েছে। একটি কাজের কপিরাইট মালিক নিচের কাজগুলো

- বিভিন্ন উপায়ে এর পুনরুৎপাদন, যেমন ছাপানো প্রকাশনা বা শব্দ ধারণের মাধ্যমে;
- এর অনুলিপি বিতরণ;
- এর জনসমক্ষে উপস্থাপনা;
- এর সম্প্রচার বা দর্শকের উদ্দেশ্য প্রচার;

- অন্য কোনো ভাষায় এর অনুবাদ;
- এর অভিযোজন, যেমন একটি উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপদান।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ অধিকারগুলো আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুনরুৎপাদন, বিতরণ, ভাড়া এবং আমদানি করার অধিকার

যথাযথ অনুমোদন ছাড়া কোনো কাজের অনুলিপি তৈরি প্রতিহত করার যে অধিকার কপিরাইট মালিককে প্রদান করা হয় সেটাই হচ্ছে কপিরাইট আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত প্রধানতম অধিকার। পুনরুৎপাদনের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার হচ্ছে সুরক্ষিত সৃষ্টিকর্মের নানান ধরনের ব্যবহার প্রতিরোধের আইনগত ভিত্তি– হোক সেটা কোনো প্রকাশকের মাধ্যমে বই পুনরুৎপাদন, বা কোনো প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সংগীত কর্মের ধারণকৃত প্রদর্শনী সংবলিত একটি কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি।

পুনরুৎপাদনের এই মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইনেও অন্যান্য অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে। অনেক আইনে একটি সৃষ্টিকর্মের, বিশেষ করে এর অনুলিপি বিতরণের অধিকার অনুমোদনের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। অবশ্যই, পুনরুৎপাদনের অধিকারের অর্থনৈতিক মূল্য হবে সামান্য, যদি কপিরাইট মালিক তার অনুমোদন ছাড়া কাজের অনুলিপি বিতরণ অনুমোদন না করেন। সৃষ্টিকর্মের একটি নির্দিষ্ট কপি বা অনুলিপি প্রথমবার বিক্রি করলে বা এর মালিকানা হস্তান্তরের পরেই লেখকের এই বিতরণ অধিকার সাধারণত বাতিল হয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে, উদাহরনসরূপ একটি বইয়ের কপিরাইট স্বত্বাধিকারী যখন বইটি বিক্রি করেন বা অন্যভাবে বইয়ের একটি কপির মালিকানা হস্তান্তর করেন, তখন বইয়ের ঐ কপির নতুন মালিক অন্য কাউকে বইটি দিতে পারেন বা পুনরায় বিক্রি করতেও পারেন। এক্ষেত্রে কপিরাইট মালিকের পুনঃ অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাজের অনুলিপি ভাড়া প্রদানের অধিকার হচ্ছে আরেকটি অধিকার যা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং WIPO কপিরাইট ট্রিটি'র অন্তর্ভুক্ত, যেমন সঙ্গীত সংশ্লিষ্ট কাজ, অডিও ভিজ্যুয়াল কাজ বা কম্পিউটার প্রোগ্রাম। যখন প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ভাড়া ভিত্তিক দোকানগুলোর ক্ষেত্রে তাদের গ্রাহকদের জন্য এ ধরনের কপি তৈরি করে দেয়ার কাজটি সহজ করে দিয়েছে তখন কপিরাইট মালিকের পুনরুৎপাদনের অধিকারের অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে এটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

সবশেষে, কিছু কিছু কপিরাইট আইনে একটি বিধান রয়েছে যেখানে কপি আমদানি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি অধিকার রয়েছে, যা 'টেরিটোরিয়ালিটি অব কপিরাইট' নীতির ক্ষতিরোধ করার পন্থা হিসেবে কাজ করে: এর অর্থ হচ্ছে কপিরাইট মালিকের যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক স্বার্থ বিপদগ্রস্ত হবে, যদি তিনি অঞ্চলভিত্তিতে পুনরুৎপাদন ও বিতরণের অধিকার চর্চা করতে না পারেন।

একটি কাজ পুনরুৎপাদনের নির্দিষ্ট কিছু ধরণ রয়েছে যেটা সাধারণ আইনের ব্যতিক্রম, কারণ এগুলোর ক্ষেত্রে মালিকের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। এসব ব্যতিক্রমগুলো 'অধিকারের সীমাবদ্ধতা' হিসেবে চিহ্নিত (১১ নং পৃষ্ঠা দেখুন)। কপিরাইট আইনের প্রচলিত একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতার আওতা নিয়ে আজকাল জোর বিতর্ক চলছে, যেটা কোনো ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও অলাভজনক উদ্দেশ্যে

একটি কাজের একটি মাত্র কপি তৈরির অনুমোদন প্রদান করে। পুনরুৎপাদন অধিকারের এই সীমাবদ্ধতার চলমান যৌক্তিকতা এখন প্রশ্নের মুখে, কারণ ডিজিটাল প্রযুক্তি উচ্চ মানসম্পন্ন অননুমোদিত কপি তৈরির কাজকে সম্ভব করে তুলেছে, যেটাকে কোনোভাবেই মৌলিক কপি থেকে আলাদা করা যায় না– এবং এ কারণে এটা বৈধ কপি ক্রয়ের চমৎকার বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জনসমক্ষে উপস্থাপনা, সম্প্রচার, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সর্বসাধারণের কাছে সহজলভ্য করার অধিকার

অধিকাংশ দেশের জাতীয় আইনে জনসমক্ষে উপস্থাপনা বলতে কোনো কাজের এমন একটি স্থানে উপস্থাপনা বোঝায় যেখানে দর্শক বা জনগণ উপস্থিত থাকতে পারে বা কোনো একটি স্থানকে নির্দেশ করে যেটা উন্মুক্ত নয়, কিন্তু পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষজনের বাইরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ সেখানে উপস্থিত থাকে। জনসমক্ষে উপস্থাপনার অধিকার লেখক বা কপিরাইট মালিককে সরাসরি (লাইভ) উপস্থাপনা অনুমোদন করার অধিকার প্রদান করে, যেমন নাট্যশালায় একটি নাটকের উপস্থাপনা বা কোনো সঙ্গীতালয়ে অর্কেস্ট্রা উপস্থাপনা। জনসমক্ষে উপস্থাপনের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধারণকৃত (রেকর্ডেড) উপস্থাপন। এভাবে, একটি সঙ্গীতকর্মের জনসমক্ষে উপস্থাপন হিসেবে ধরা হবে যখন ঐ কাজের একটি সাউন্ড রেকর্ডিং, বা ফনোগ্রাম ধ্বনিবিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে, কোনো ক্লাব বা পার্টি, বিমান বা শপিং মলে বাজানো হবে।

ব্রডকাস্টিং বা সম্প্রচারের অধিকারের মধ্যে রয়েছে তারবিহীন উপায়ে, হতে পারে রেডিও, টেলিভিশন বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে, দর্শকদের উদ্দেশ্যে শব্দ বা শব্দ ও ছবিসহ সম্প্রচার। যখন একটি কাজ দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়, তখন তার বা তারবিহীন উপায়ে একটি সিগন্যাল বা সংকেত প্রেরিত হয়, সেই সংকেত লাভ করে ওই ব্যক্তি যার রয়েছে ঐ সংকেত উদ্ধারের প্রয়োজনীয় যন্ত্র। দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রচারের একটি উদাহরণ হচ্ছে তারের মাধ্যমে সম্প্রচার।

বার্ন কনভেনশনের অধীনে, জনসমক্ষে প্রদর্শনী, সম্প্রচার বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রচার অনুমোদনের একচেটিয়া অধিকার লেখকের। কোন কোন দেশের জাতীয় আইনে, লেখক বা অন্যান্য অধিকার মালিকদের সম্প্রচার অনুমোদনের একচ্ছত্র অধিকার নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে একটি সমতাভিত্তিক পারিতোষিকের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়, যদিও সম্প্রচার অধিকারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সীমাবদ্ধতা খুবই কম দেখা যায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনসমক্ষে উপস্থাপনা, সম্প্রচার বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রচারের অধিকার ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তির জন্য নতুন কিছু প্রশ্ন উঠছে, যেটা পারস্পারিক যোগাযোগের ধারণার সূচনা করেছে, যেখানে ব্যবহারকারী নিজে পছন্দ করে নির্বাচন করতে পারে কোন কাজগুলো সে তার কম্পিউটারে সরবরাহ করতে আগ্রহী। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কোন ধরণের অধিকার প্রয়োগ করা হবে তা নিয়েও রয়েছে নানা ধরনের মতামত। WIPO কপিরাইট ট্রিটি'র (WCT) অনুচ্ছেদ ৮-এ সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে

যে, এ জাতীয় কর্মকান্ড একচেটিয়া অধিকারভুক্ত, যেটাকে এ চুক্তি মোতাবেক বলা হচ্ছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে লেখক তার কাজ প্রদর্শন অনুমোদন করবে 'এমনভাবে যেন দর্শকরা তাদের পছন্দনীয় সময় বা স্থান থেকে এগুলো উপভোগ করতে পারে।' দর্শকের উদ্দেশ্য প্রচার অধিকারের অংশ হিসেবে অধিকাংশ দেশের জাতীয় আইন এটা বাস্তবায়ন করছে, যদিও কোনো কোনো আইনে বিতরণ অধিকারের অংশ হিসেবে এ কাজটি করা হয়।

অনুবাদ ও উপযোগীকরণের অধিকার

কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত কোনো কাজের অনুবাদ বা অভিযোজন বা উপযোগীকরণের ক্ষেত্রেও কপিরাইট মালিকের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। অনুবাদের অর্থ হচ্ছে মৌলিক সংস্করণ যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে সেই ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ করা। অভিযোজন বা উপযোগীকরণ বলতে বোঝানো হয় আরেক ধরণের কাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজে পরিবর্তন ঘটানো, উদাহরণ হিসেবে একটি উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপদান; অথবা আলাদা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো কাজ পরিবর্তন করা, যেমন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা কোনো বই আরো নিম্নস্তরের শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে পরিবর্তন করা।

অনুবাদ এবং উপযোগীকরণ কাজও কপিরাইট অধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত। সুতরাং অনুবাদ বা উপযোগীকরণ প্রকাশের জন্য মৌলিক কাজটির কপিরাইট মালিকের পাশাপাশি অনুবাদ বা উপযোগীকৃত কাজের কপিরাইট মালিকের কাছ থেকেও অনুমোদন নিতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উপযোগীকরণ অধিকারের আওতা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে, কারণ ডিজিটাল ফরম্যাটে অন্তর্ভুক্ত করে কোনো কাজ উপযোগীকরণ বা রূপান্তরের সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে নিজের ইচ্ছেমত টেক্সট, শব্দ ও ছবির ব্যবহার হয়েছে দ্রুত ও সহজ। পরিবর্তনের অনুমোদন দিয়ে কোনো কাজের মৌলিকত্ব নিয়ন্ত্রণের লেখক অধিকার এবং পরিবর্তন করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবহারকারীর অধিকারের মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি এখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

নৈতিক অধিকারসমূহ

বার্ন কনভেনশন অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ৬ bis) সদস্য দেশগুলোতে লেখককে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ মঞ্জুর করা প্রয়োজন :

ক. কোনো কাজের লেখকত্ব দাবি করার অধিকার (কখনও কখনও এ অধিকারকে বলা হয় মূল কাজের দাবি বা রাইট টু প্যাটার্নিটি); এবং

খ. কোনো কাজের বিকৃতি বা পরিবর্তন বা কাজ সংশ্লিষ্ট অবমাননাকর কর্ম প্রতিরোধের অধিকার, যেটা লেখকের সম্মান বা মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে (কখনও কখনও একে বলা হয় অখন্ডতার দাবি বা রাইট অব ইন্টেগ্রিটি)।

এসব অধিকার লেখকের নৈতিক অধিকার হিসেবে পরিচিত। কনভেনশন অনুযায়ী এ অধিকার হবে লেখকের অর্থনৈতিক অধিকার নিরপেক্ষ এবং লেখক কর্তৃক তার অর্থনৈতিক অধিকার হস্তান্তরের পরও এই নৈতিক অধিকার বহাল থাকবে। এটা জানা জরুরি যে, নৈতিক অধিকারগুলো কেবলমাত্র স্বতন্ত্র লেখকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। এ কারণে, উদাহরণ হিসেবে একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক বা প্রকাশক একটি কাজের অর্থনৈতিক অধিকারের মালিক হলেও, কেবলমাত্র স্বতন্ত্র সেই স্রষ্টারই থাকে নৈতিক অধিকার।

অধিকারসমূহের সীমাবদ্ধতা

প্রথম সীমাবদ্ধতাটি হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর কাজ কপিরাইট সুরক্ষার বাইরে রাখা। কয়েকটি দেশে, ওই কাজগুলো সুরক্ষার বাইরে রাখা হয় যেগুলো ধরাছোঁয়া যায় না এমন আকারে থাকে। উদাহরণ হচ্ছে, কোরিওগ্রাফি একটি কাজ কেবল তখনই সুরক্ষা পাবে যখন নৃত্য স্বরলিপি বা ডান্স নোটেশনে এটা লেখা হবে বা ভিডিও টেপে ধারণ করা হবে। নির্দিষ্ট কোন কোন দেশে আইনের ভাষা, আদালত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু কপিরাইট সুরক্ষার বাইরে রাখা হয়।

সীমাবদ্ধতার দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে কোনো কাজ সুবিধামত ব্যবহারের কিছু ঘটনা, সাধারণভাবে স্বত্বাধিকারীর অনুমোদনের প্রয়োজন হলেও, আইনে উল্লেখিত কিছু পরিস্থিতিতে, যেটা অনুমোদন ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা মূলত দু ধরনের : (ক) মুক্ত ব্যবহার, লেখকের অনুমোদন ছাড়া কোনো কাজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখককে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না; এবং (খ) অ-স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত লাইসেন্স, যেখানে অননুমোদিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন হয়।

মুক্ত ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে :

- কোনো সুরক্ষিত কাজ থেকে উদ্ধৃতি, যেক্ষেত্রে উদ্ধৃতির উৎস এবং লেখকের নাম উল্লেখ থাকে এবং সেই উদ্ধৃতির মাত্রা সৎ রীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়;
- পাঠদানের উদ্দেশ্যে উদাহরণ হিসেবে কোনো কাজ ব্যবহার; এবং
- সংবাদ প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ ব্যবহার।

পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে মুক্ত ব্যবহার প্রসঙ্গে, বার্ন কনভেনশন এটাকে একটি সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা বিবেচনা না করে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে বহাল রেখেছে। অনুচ্ছেদ ৯ (২)-এ বলা আছে যে, সদস্য দেশগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মুক্ত পুনরুৎপাদনের অধিকার দিতে পারে, যদি সে কাজটি সুবিধামত ব্যবহারের সাধারণ নিয়মের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ না হয় এবং অকারণে লেখকের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে। উপরে যেমনটি বলা হয়েছে, অনেক দেশের আইন কোনো ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ও অ-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পুনরুৎপাদনের অধিকার প্রদান করে। তবে, সর্বশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে যত সহজে ও যে মানে ব্যক্তিগত কপি বা অনুলিপি রাখার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে তাতে করে কোন কোন দেশ এ জাতীয় ব্যবহারের আওতা কিছুটা সীমিত করতে বাধ্য হয়েছে।

কোন কোন দেশে মাত্রায় কপি করার মত দেয়া হলেও কপি করার কারণে যদি লেখকের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি ব্যবস্থা বহাল রেখেছে।

উপরন্তু কোনো নির্দিষ্ট দেশের জাতীয় আইনে উল্লেখিত মুক্ত ব্যবহারের বিশেষ শ্রেণীগুলোর পাশাপাশি, কোনো কোনো দেশের আইন ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার বা ন্যায়সঙ্গত লেনদেন/আচরণ নামে পরিচিত ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়। এ আইন স্বত্বাধিকারীর অনুমোদন ছাড়াই কোনো কাজ ব্যবহারের অনুমোদন করে। তবে, এ জাতীয় ব্যবহারের ধরণ ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় নেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে, এটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না; যে কাজ ব্যবহার করা হয়েছে তার ধরণ; যে কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে অনুমোদনহীন কাজের কতটা অংশ ব্যবহার করা হয়েছে; এবং ঐ কাজের সম্ভাব্য বাণিজ্যিক মূল্যের ওপর এর প্রভাব।

অ-স্বেচ্ছামূলক লাইসেন্স নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে লেখকের অনুমোদন ছাড়াই কোনো কাজ ব্যবহারের অনুমোদন দেয়, কিন্তু এক্ষেত্রে লেখককে ব্যবহার জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন হয়। এ ধরণের লাইসেন্সকে অস্বেচ্ছামূলক বলার কারণ হচ্ছে আইনে এটা অনুমোদিত এবং অনুমোদনের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে কপিরাইট মালিকের একচ্ছত্র অধিকার চর্চার কারণে ঘটেনি। অস্বেচ্ছামূলক লাইসেন্স সাধারণত সেইসব পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয় যখন কোনো কাজ মানুষের মধ্যে বিতরণের নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং আইন প্রণেতারা শঙ্কিত থাকেন যে, কাজের অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করে কপিরাইট মালিকেরা নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নকে প্রতিহত করতে পারেন। বার্ন কনভেনশনে স্বীকৃত দু'ধরনের অস্বেচ্ছামূলক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে একথা সত্য, যেখানে সঙ্গীতকর্ম ও সম্প্রচারের যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের অনুমোদন রয়েছে, যদিও এ ধরনের স্বীকৃতি প্রতিনিয়ত প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে, যেহেতু কপিরাইট মালিকের অনুমোদনের ভিত্তিতে কোনো কাজ মানুষের কাছে পৌঁছানোর কার্যকর বিকল্প এখন বিদ্যমান, এর মধ্যে অধিকারের যৌথ ব্যবস্থাপনাও (কালেক্টিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব রাইটস) অন্তর্ভুক্ত।

কপিরাইটের মেয়াদ

কপিরাইটের মেয়াদ সীমাহীন নয়। আইনে একটি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকে যে সময় পর্যন্ত কপিরাইট মালিকের অধিকার বজায় থাকে। কপিরাইটের এই সময় বা মেয়াদ শুরু হয় সেই মুহূর্ত থেকে যখন কাজটির সৃষ্টি হয়, অথবা, কোন কোন দেশের জাতীয় আইনের অধীনে, এর মেয়াদ শুরু হয় যখন ধরাছোঁয়া যায় এমন কোনো মাধ্যমে কাজটি প্রকাশিত হয়। সাধারণভাবে, এ মেয়াদ বলবৎ থাকে লেখকের মৃত্যুর কিছুদিন পর পর্যন্ত। আইনে এ বিধান রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখকের মৃত্যুর পর যেন তার উত্তরসূরীরা ঐ কাজের ব্যবহার থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা পান।

বার্ন কনভেনশনের পক্ষভুক্ত দেশগুলোতে এবং আরো কোন কোন দেশের জাতীয় আইনে প্রদত্ত কপিরাইটের মেয়াদ সাধারণ নিয়ম হিসেবে লেখকের জীবদ্দশাসহ তার মৃত্যুর পরবর্তী ৫০ বছর পর্যন্ত। যেখানে কোনো স্বতন্ত্র লেখকের জীবনের মেয়াদ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না সেক্ষেত্রে বার্ন কনভেনশন কিছু কিছু কাজ যেমন, অপ্রকাশিত, মরণোত্তর এবং চলচ্চিত্র বিজ্ঞান বিষয়ক কাজের সুরক্ষার মেয়াদও নির্ধারণ করে দিয়েছে।

কপিরাইটের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রবণতাও কিছু কিছু দেশে রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং বেশ কয়েকটি দেশ লেখকের মৃত্যুর পর ৭০ বছর পর্যন্ত কপিরাইটের মেয়াদ বর্ধিত করেছে।

মালিকানা, ব্যবহার ও কপিরাইট হস্তান্তর

কোনো সৃষ্টিকর্ম বা কাজের কপিরাইট স্বত্বাধিকারী হচ্ছে সাধারণত, ন্যূনতম প্রথম ধাপে, ঐ ব্যক্তি যিনি কাজটি রচনা করেছেন, অর্থাৎ কাজের লেখক বা প্রণেতা। কিন্তু এটাই সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বার্ন কনভেনশন অনুচ্ছেদ ১৪ (bis)-এ চলচ্চিত্রশিল্প বিষয়ক কাজে প্রাথমিক মালিকানা নির্ধারণের বিধির উল্লেখ রয়েছে। কোনো কোনো দেশের জাতীয় আইনে এ বিধান রয়েছে যে, যখন লেখকের মাধ্যমে কোনো কাজ রচিত হয়, যে কাজটি সৃষ্টির জন্য তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, তখন ঐ কাজের কপিরাইট মালিক হন নিয়োগকারী, যিনি কাজটি রচনা করেছেন তিনি নন। উপরে যেমনটি বলা হয়েছে, তবে, কোনো কাজের নৈতিক অধিকার সবসময় একক ব্যক্তির বা লেখকের অধিকারে থাকে, তা সেই কাজের অর্থনৈতিক অধিকারের মালিক যেই হোক না কেন।

অনেক দেশের আইনে বলা হয়েছে যে, কোনো কাজের প্রাথমিক মালিক তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে তার সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার হস্তান্তর করতে পারেন। (নৈতিক অধিকার, লেখকের ব্যক্তিগত হওয়ার কারণে, কখনই হস্তান্তর করা যায় না)। অর্থের বিনিময়ে লেখক তার কাজের অধিকার অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করতে পারেন যারা সেটা বাজারজাত করার যোগ্য। এ জাতীয় পারিতোষিক প্রায়শ কাজের প্রকৃত ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল, এবং এগুলো তখন রয়্যালটি হিসেবে গণ্য হয়। কপিরাইট হস্তান্তর দু'ভাবে হতে পারে : স্বত্বনিয়োগ (অ্যাসাইনমেন্ট) এবং লাইসেন্স।

স্বত্বনিয়োগের অধীনে, কপিরাইট মালিক কোনো কাজ কপিরাইট আইনের আওতাধীন এক বা একাধিক বা সবগুলো অধিকার অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার অধিকার হস্তান্তর করে । স্বত্বনিয়োগ হচ্ছে একটি সম্পদ অধিকারের হস্তান্তর। সুতরাং সবগুলো অধিকারের স্বত্ব যদি হস্তান্তর করা হয় তাহলে যে ব্যক্তির কাছে সেই স্বত্ব নিয়োগ করা হবে তিনি হবেন কপিরাইটের নতুন মালিক।

কোন কোন দেশে, কপিরাইটের স্বত্বনিয়োগ আইনগতভাবে সম্ভব নয় এবং কেবল লাইসেন্স প্রদানেরই অনুমতি রয়েছে। লাইসেন্স প্রদানের অর্থ হচ্ছে কপিরাইট স্বত্বাধিকারী মালিকানা ধরে রাখে কিন্তু অর্থনৈতিক অধিকারের আওতাধীন কিছু কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য (তৃতীয় কোনো পক্ষকে) সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অনুমতি প্রদান করেন। উদাহরণ হিসেবে, কোনো উপন্যাসের লেখক কোনো একজন প্রকাশককে তার উপন্যাস প্রকাশ ও বিতরণের জন্য একটি লাইসেন্স প্রদান করতে পারেন। একইসাথে, একজন চলচ্চিত্র প্রযোজককে লেখক তার উপন্যাসকে আশ্রয় করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমতি দিতে পারেন। লাইসেন্স হতে পারে একচেটিয়া, যেখানে কপিরাইট মালিক একজন ছাড়া অন্য কাউকে লাইসেন্সকৃত কাজ প্রকাশের অনুমোদন দেন না; এবং অ-একচেটিয়া, যার অর্থ হচ্ছে কপিরাইপ মালিক সেই একই কাজ একাধিক পক্ষকে অনুমোদন দিতে পারেন। স্বত্বনিয়োগের মত লাইসেন্স অবশ্য কোনো লেখকের অর্থনৈতিক অধিকারভুক্ত কোনো কাজ অন্য কাউকে অনুমোদন করার অধিকার প্রদান করে না।

লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারটি অবশ্য যৌথ অধিকার ব্যবস্থাপনার (কালেক্টিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব রাইটস) আকারেও ঘটতে পারে। যৌথ ব্যবস্থাপনার অধীনে লেখক ও অন্যান্য অধিকার মালিক একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানকে একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করেন যে প্রতিষ্ঠানটি তাদের পক্ষ হয়ে অনুমোদন মঞ্জুর, লভ্যাংশ সংগ্রহ ও বিতরণ, অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও চিহ্নিত করা এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়গুলো পরিচালনা করে। যৌথ ব্যবস্থাপনায় লেখকদের সুবিধা হচ্ছে এই যে, নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় সৃষ্টিকর্মের অবৈধ ব্যবহারের অফুরন্ত সম্ভাবনা থাকার কারণে একটিমাত্র সংস্থা নিশ্চিত করতে পারে যে, সর্বসাধারণের ব্যবহার অনুমোদনের ভিত্তিতেই সংঘটিত হচ্ছে, যে অনুমোদন একটি কেন্দ্রীয় উৎস থেকে সহজেই পাওয়া যায়।

কপিরাইট স্বত্বাধিকারী আবার তার অধিকার প্রয়োগের মতো আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে, কপিরাইট মালিক ইন্টারনেটে কপিরাইট সুরক্ষিত কাজ উন্মোচন করতে পারেন এবং বিনা পয়সায় যে কারোর ব্যবহারের জন্য রাখতে পারেন, অথবা কেবল অলাভজনক ব্যবহারের মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে দারুন কিছু সহযোগিতামূলক প্রকল্প একটি মডেলের ওপর ভিত্তি করে সংগঠিত হয়েছে, যেখানে কন্ট্রিবিউটররা এ প্রকল্পের জন্য প্রণীত লাইসেন্সিং শর্তে উল্লেখিত নির্দিষ্ট অধিকার প্রত্যাহার করে থাকেন। এ ধরনের লাইসেন্সিংয়ের একটি উদাহরণ হচ্ছে জেনারেল পাবলিক লাইসেন্স (GPL)। এভাবে কপিরাইট মালিকরা তাদের অবদান অন্য কাউকে বিনা পয়সায় ব্যবহার ও বাস্তবায়ন করার সুযোগ প্রদান করে, কিন্তু শর্ত থাকে যে, পরবর্তী ব্যবহারকারী অবশ্যই এ লাইসেন্সের ধারাগুলো মেনে চলবেন। এ ধরনের প্রকল্প, ওপেন সোর্স মুভমেন্টসহ, বিশেষত কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে, এবং বিদ্যমান কপিরাইট সুরক্ষার মধ্যেই তাদের ব্যবসায়িক মডেল সৃষ্টি করে, কেননা অন্যথায় তারা পরবর্তী ব্যবহারকারীর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে না।

অধিকার কার্যকরীকরণ

বার্ন কনভেনশনে অধিকার কার্যকরীকরণ বিষয়ে সামান্য কয়েকটি বিধান রয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দু'টি প্রধান কারণে অধিকার কার্যকরীকরণ সম্পর্কিত নতুন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, সংরক্ষিত বস্তুর সৃষ্টি ও ব্যবহারের (অনুমোদিত ও অননুমোদিত উভয়ই) ক্ষেত্রে কারিগরী পদ্ধতির অগ্রগতি। বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষিত যে কোনো তথ্য, কপিরাইট সুরক্ষিত কাজসহ, বিতরণ ও এর হুবহু অনুলিপি তৈরির কাজকে সহজ করে দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, মেধা সম্পদ অধিকারের আওতাধীন পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্ব। সাধারণভাবে দেখলে দেখা যাবে, মেধা সম্পদ অধিকার সম্বলিত পণ্যের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য হুহু করে বাড়ছে।

WIPO কপিরাইট ট্রিটি (WCT)-তে এ বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে যে, চুক্তিরত পক্ষগুলোকে নিশ্চিত হতে হবে যে চুক্তিভূক্ত সকল দেশের জাতীয় আইনে অধিকার কার্যকরী করার বিধান রয়েছে, যেন চুক্তির আওতাধীন অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে, ভবিষ্যৎ লঙ্ঘন প্রতিহত বা বাধাগ্রস্ত করতে প্রতিকারমূলক বিধানসহ, কার্যকর পদপেক্ষ নেয়া সম্ভব হয়।

মেধা সম্পদ অধিকারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট দিকগুলো বিষয়ক চুক্তিতে (দা এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্ট অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস- TRIPS) অধিকার কার্যকর করার বিস্তারিত বিধান রয়েছে, যা মেধা সম্পদ এবং বাণিজ্যের মধ্যে নতুন এই সম্পর্কের চমৎকার একটি উদাহরণ। নিচের প্যারাগুলোতে কয়েকটি দেশের জাতীয় আইনে সম্প্রতি যুক্ত হওয়া কার্যকরীকরণ বিধানগুলো চিহ্নিত ও সংক্ষিপ্তরূপে আলোচিত হয়েছে। এগুলোকে নিচের শ্রেণীগুলোতে বিভক্ত করা যায় : রক্ষণশীল বা অস্থায়ী উদ্যোগ; দেওয়ানি প্রতিকার; শাস্তিমূলক ব্যবস্থা; সীমান্তে গৃহীত পদক্ষেপ; এবং কারিগরী যন্ত্র সম্পর্কিত অপব্যবহারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ, প্রতিকার এবং শাস্তি।

রক্ষণশীল বা সাময়িক পদপেক্ষ **(কনজারভেটরি বা প্রভিশনাল মেজারস)**-এর উদ্দেশ্য দু'ধরনের : প্রথমত, লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে না দেয়া, বিশেষ করে শুল্ক ছাড়পত্রের পর আমদানিকৃত পণ্যসহ আইনের বিধান লঙ্ঘনকারী পণ্যের বাজারে প্রবেশ রোধ করা এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে, বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সংরক্ষণ করা। এভাবে, কোনো আগাম নোটিশ না দিয়ে অভিযুক্ত বিধান লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিচারিক কর্তৃপক্ষের থাকতে পারে। এ প্রক্রিয়ায়, সন্দেহভাজন নকলকারী মালামাল অনত্র সরিয়ে নিতে সক্ষম হয় না। একেবারে প্রাথমিক সাময়িক উদ্যোগ হচ্ছে সন্দেহভাজন লঙ্ঘনকারীর গোডাউন তল্লাশি চালানো এবং নকল পণ্য ও নকল পণ্য তৈরির সরঞ্জাম আটক করা। পাশাপাশি সব কাগজপত্র এবং নকল ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্পর্কিত যাবতীয় নথি জব্দ করা।

দেওয়ানি প্রতিকারের মাধ্যমে **(সিভিল রেমেডিজ)** বিধান লঙ্ঘনের কারণে স্বত্বাধিকারীর যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ বিধান লঙ্ঘন রোধে কার্যকর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে। সাধারণত বিধান লঙ্ঘন করে যেসব পণ্য উৎপন্ন হয় এবং ঐ পণ্য উৎপাদনে যেসব জিনিস ব্যবহার করা হয় বিচারিক আদেশের মাধ্যমে সেগুলো ধ্বংস করা হয়। এ জাতীয় নকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত থাকার কোনো আশঙ্কা থাকলে আদালত সেক্ষেত্রে এ জাতীয় কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন এবং এটা অমান্য করলে অমান্যকারীকে জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে **(ক্রিমিনাল স্যাংশনস)** তাদেরকেই শাস্তি প্রদানের জন্য ধরা হয় যারা স্বজ্ঞানে বাণিজ্যিক আকারে পাইরেসির সঙ্গে যুক্ত এবং দেওয়ানি প্রতিকারের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতে অনুরূপ কর্মকান্ড প্রতিহত করা। এই ধরনের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হল অপরাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জরিমানা ও কারাবাসের ব্যবস্থা করা এবং বারবার একই অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রণীত বিধিমালা অনুসারে জরিমানা ও কারাবাসের মেয়াদ নির্ধারিত হয়। নকল পণ্য ও এর উপাদান এবং এগুলো তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জব্দ ও ধ্বংসের আদেশের মাধ্যমে এ জাতীয় কর্মকান্ডে বাধা প্রদানের কাজটি করা হয়ে থাকে।

সীমান্তে গৃহীত পদক্ষেপ অন্যান্য পদক্ষেপের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। বিচারিক কর্তৃপক্ষের তুলনায় শুল্ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ জাতীয় পদক্ষেপ কপিরাইট মালিককে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে সন্দেহজনক পণ্য খালাস বাতিল করার অনুরোধ জানানোর সুযোগ প্রদান করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্দেহভাজন আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে কপিরাইট মালিককে পর্যাপ্ত সময় প্রদান করা। পাশাপাশি এখানে শুল্ক ছাড়পত্রের পর সন্দেহজনক নকল পণ্য উধাও হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও থাকে না। কপিরাইট মালিককে অবশ্যই (ক) শুল্ক কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, জালিয়াতির আপাতদৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে, (খ) পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে যেন কর্তৃপক্ষ সেগুলো শনাক্ত করতে পারে, এবং (গ) যদি পণ্যগুলো নকল বলে প্রমাণিত না হয় সেক্ষেত্রে আমদানীকারককে পণ্যের মালিক এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জামানত দিতে হবে।

কার্যকরীকরণ বিধানের চূড়ান্ত ধাপটি হচ্ছে, যেটা ডিজিটাল প্রযুক্তির আবির্ভাবের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, কারিগরী পদ্ধতির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ, ক্ষতিপূরণ এবং নিষেধাজ্ঞা। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, কপি প্রতিরোধের একমাত্র বাস্তব উপায় হচ্ছে কপি প্রোটেকশন বা কপি-ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি। এ পদ্ধতিগুলোতে কারিগরী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যা কপি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করে অথবা অনুলিপির মান এতটাই নিম্নমানের করে যেন সেটা আর ব্যবহারের উপযোগী না থাকে। ডিকোডারের ব্যবহার ছাড়া এনক্রিপটেপ বাণিজ্যিক টেলিভিশন প্রোগ্রামের সিগন্যাল গ্রহণে বাধা দিতে এ জাতীয় কারিগরী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদিও, এমন সব যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব যেগুলো কপি-প্রোটেকশন বা এনক্রিপ্টেড সিস্টেমকে ভেঙ্গে ফেলবে। এ কারণে এ ধরণের যন্ত্রপাতি উৎপাদন, আমদানি ও বিতরণ প্রতিহত করতে কার্যকরীকরণ বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। WCT-তে এ জাতীয় বিধানগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, কপি প্রতিরোধক ডিজিটাল তথ্য (ইলেক্ট্রনিক রাইটস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইনফরমেশন) অননুমোদিত ভাবে মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা এবং এ জাতীয় পরিবর্তিত কপি বিতরণ প্রতিরোধের বিধানও এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ জাতীয় তথ্য লেখক বা মালিককে অথবা যেখানে ঐ সৃষ্টিকর্ম ব্যবহারের শর্তাবলী সম্পর্কিত তথ্য থাকতে পারে তা শনাক্ত করতে পারে। এসব তথ্য মুছে ফেললে কম্পিউটারাইজড রাইটস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি বা ফি-বিতরণ পদ্ধতির বিকৃতি ঘটানো হয়।

সম্পর্কিত অধিকার

সম্পর্কিত অধিকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু ব্যক্তি বা আইনগত স্বত্বার আইনগত স্বার্থ সুরক্ষা করা, যারা জনসাধারণের কাছে কোনো কাজ সহজলভ্য করতে অবদান রাখে; বা যারা এমন বস্তু তৈরি করে, যেগুলো অনেক দেশের কপিরাইট আইনে অধিকার পাওয়ার যোগ্য না হলেও, যেগুলোতে থাকে পর্যাপ্ত সৃষ্টিশীলতা বা কারিগরী বা প্রযুক্তিগত বা সাংগঠনিক দক্ষতা, যেগুলো কপিরাইটারের মত সম্পদ অধিকার বলে স্বীকৃত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সম্পর্কিত অধিকার আইনে ধরে নেয়া হয় যে, এ জাতীয় সৃষ্টি, যেটা এ ধরনের ব্যক্তি বা স্বত্বার কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত, তার নিজস্ব মেধাবলে আইনগত সুরক্ষার দাবি করতে পারে, যেহেতু সেগুলো কপিরাইটের অধীনে সুরক্ষিত কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

কিছু কিছু আইনে আরো স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, কপিরাইটের সুরক্ষাকে কোনোভাবেই প্রভাবিত না করে সম্পর্কিত অধিকার অক্ষত রাখতে হবে।

সাধারণত তিন শ্রেণীর সুবিধাভোগীদের সংশ্লিষ্ট অধিকার অনুমোদন করা হয় :

- শিল্পীরা (পারফর্মার)
- ফোনোগ্রামের প্রযোজকগন, এবং
- সম্প্রচার সংস্থাসমূহ

শিল্পীদের (পারফর্মার) অধিকার স্বীকৃত, কারণ তাদের সৃষ্টিশীল হস্তক্ষেপ চলচ্চিত্র বা সংগীত, নাটক ও নৃত্য প্রণয়ন-কলার (কোরিওগ্রাফি) কাজকে জীবন্ত ছোঁয়া দিতে অত্যন্ত জরুরি এবং তাদের এই ব্যক্তিগত উপস্থাপনা আইনগতভাবে সুরক্ষিত রাখার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাদের রয়েছে। ফোনোগ্রামের প্রযোজকদের অধিকারও স্বীকৃত, কারণ ফোনোগ্রামের আকারে মানুষের কাছে সাউন্ড রেকর্ডিং পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীল, আর্থিক ও সাংগঠনিক সম্পদ অত্যন্ত জরুরি; এবং এ আইনগত সম্পদগুলোর ওপর তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকার কারণে অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে, হোক সেটা অবৈধ অনুলিপি তৈরি ও বাজারজাত (পাইরেসি), বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে তাদের ফোনোগ্রামের অননুমোদিত সম্প্রচার বা প্রদর্শন। এভাবে, সম্প্রচার সংস্থাগুলোর অধিকারও স্বীকৃত, দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ সহজলভ্য করার ভূমিকা এবং তাদের সম্প্রচারিত কাজগুলোর সম্প্রচার এবং পুনঃসম্প্রচার নিয়ন্ত্রণে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কারণে।

চুক্তিসমূহ। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সুবিধাভোগীদের আইনগত সুরার প্রয়োজনীয়তার বিপরীতে প্রথম সংগঠিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হচ্ছে ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব পারফর্মারস, প্রডিউসার অব ফোনোগ্রামস অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশনস (রোম কনভেনশন)। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক চুক্তি যেমন বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইন প্রণয়নের পর সেগুলো অনুসরণ করে এবং বিদ্যমান আইনগুলো সংশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়, সেখানে রোম কনভেনশন একেবারে নতুন একটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল, যখন অধিকাংশ দেশে এ জাতীয় আইনের অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না। এর অর্থ হচ্ছে, রোম কনভেনশনের বিধানগুলো কার্যকর করার পূর্বে অধিকাংশ দেশকে নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুত করতে হয়েছিল।

আজ, রোম কনভেনশনকে সেকেলে বলে বিবেচনা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার বিষয়ে এ কনভেনশনের পরিমার্জনা করা বা একেবারে নতুন বিধানের মাধ্যমে স্থলাভিষিক্ত করার গুরুত্ব বিবেচিত হচ্ছে, যদিও TRIPS-এ সম্পাদনকারী (পারফর্মার), ফোনোগ্রামের প্রযোজক এবং সম্প্রচার সংস্থাগুলোর অধিকার বিষয়ে বিধানগুলো যুক্ত করার মূল ভিত্তি ছিল এই রোম কনভেনশন (সুরক্ষার মাত্রা প্রায় একই, হুবহু এক নয়)। সুবিধাভোগীদের দু'টি শ্রেণীর জন্য হালনাগাদ সুরক্ষা WIPO পারফরমেন্স অ্যান্ড ফোনোগ্রামস ট্রিটি (WPPT)-তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যে চুক্তি ১৯৯৬ সালে WCT'র সঙ্গে গৃহীত হয়। এদিকে, সম্প্রচার সংস্থার অধিকার বিষয়ে একটি নতুন স্বতন্ত্র চুক্তির কাজ এগিয়ে চলছে।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইনে সংশ্লিষ্ট অধিকার বিষয়ে তিন শ্রেণীর সুবিধাভোগীদের যে অধিকারগুলো অনুমোদন করা হয় তা নিচে দেয়া হল (যদিও একই আইনে সবগুলো অধিকার অন্তর্ভুক্ত নাও থাকতে পারে) :

- অনুমোদন ছাড়া তাদের কাজের সরাসরি উপস্থাপন, রেকর্ডিং (ফিক্সেশন), সম্প্রচার বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী রোধ করার অধিকার **শিল্পীদের (পারফর্মার)** প্রদান করা হয় এবং কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাদের প্রদর্শনীর রেকর্ডিংয়ের পুনরুৎপাদন রোধের অধিকারও প্রদান করা হয়ে থাকে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন বা প্রচার সংশ্লিষ্ট অধিকার প্রদর্শন বা প্রচার রোধ করার চেয়ে এগুলোর জন্য ন্যায়সঙ্গত পারিতোষিক প্রদানের আকারে হতে পারে। তাদের সৃষ্টির এই ব্যক্তিক ধরণের কারণে কোনো কোনো দেশে সম্পাদনকারীরা নৈতিক অধিকারও লাভ করে থাকেন, যে অধিকার তারা অবৈধভাবে তাদের নাম এবং ভাবমূর্তি ব্যবহার বা তাদের প্রদর্শনীর কোনো ধরনের পরিমার্জনা রোধে প্রয়োগ করে থাকেন, যেখানে তাদেরকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়।

- **ফোনোগ্রামের প্রযোজকদের** তাদের ফোনোগ্রামের কপি পুনরুৎপাদন, আমদানি ও বিতরণের অনুমোদন প্রদান বা রোধ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এসব ফোনোগ্রাম সম্প্রচার ও দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সমতাভিত্তিক পারিতোষিক অর্জনের অধিকারও তারা প্রাপ্ত হন।

- **সম্প্রচার সংস্থাগুলোকে** তাদের সম্প্রচারিত কাজের পুনঃসম্প্রচার, রেকর্ডিং এবং পুনরুৎপাদন অনুমোদন বা রোধ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

কিছু কিছু আইনে অতিরিক্ত অধিকারও মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে, অনেক দেশেই, ফোনোগ্রামের প্রযোজক ও শিল্পীদেরকে তাদের ফোনোগ্রাম ভাড়া প্রদানের অধিকার প্রদান করা হয়েছে (শিল্পীদের ক্ষেত্রে অডিওভিজ্যুয়াল কাজ), এবং কিছু দেশ ক্যাবল ট্রান্সমিশন বা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার অনুমোদন করেছে। WPPT'র অধীনে, ফোনোগ্রামের প্রযোজকদের (জাতীয় আইনের অধীনে ফোনোগ্রামের ওপর অন্য কারোর অধিকারও) ভাড়া প্রদানের অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে।

কপিরাইটের মত, রোম কনভেনশন এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইনেও, এ জাতীয় অধিকারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর সুবাদে সুরক্ষিত, উপস্থাপনাসমূহ ফোনোগ্রাম ও সম্প্রচার উদাহারণসরূপ শিক্ষকতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বা ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং চলতি তথ্য রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কোনো কোনো দেশে কাপরাইট আইনে যেসব সীমাবদ্ধতার উল্লেখ রয়েছে সেই একই ধরনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত অধিকারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, এর মধ্যে রয়েছে অস্বেচ্ছামূলক লাইসেন্স প্রদানের সম্ভাবনা। যাই হোক, WPPT'র অধীনে এ জাতীয় সীমাবদ্ধতা ও ব্যতিক্রমের আওতা নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই কেবল সীমিত রাখতে হবে, যা ফোনোগ্রামের উপস্থাপনার (পারফর্মেন্স) স্বাভাবিক ব্যবহারের সঙ্গে কোনো সংঘাত তৈরি করে না, এবং শিল্পী বা প্রযোজকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ন করে না।

রোম কনভেনশন অনুযায়ী সম্পর্কিত অধিকারের মেয়াদ উক্ত বছরের শেষ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত (ক) যে বছর রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে, ফোনোগ্রাম ও ফোনোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, অথবা (খ) যে বছর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেক্ষেত্রে উপস্থাপনা ফোনোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হয়নি; অথবা (গ) সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে যে বছরে সম্প্রচারিত হয়েছে। TRIPS চুক্তি এবং WPPT তে, উপস্থাপনা বা প্রদর্শনী ধারণ করার (রেকর্ড করার) তারিখ থেকে পরবর্তী ৫০ বছর পর্যন্ত শিল্পী এবং ফোনোগ্রামের প্রযোজকদের অধিকার অক্ষুন্ন থাকার উল্লেখ রয়েছে। TRIPS চুক্তির অধীনে, সম্প্রচার সংস্থার অধিকার সম্প্রচারিত হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী ২০ বছর পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকে। অনেক দেশের জাতীয় আইনে সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষার মেয়াদ রোম কনভেনশনে গৃহীত ন্যূনতম মেয়াদের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অধিকার কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে, সম্পর্কিত অধিকার লঙ্ঘনের জন্য প্রতিকারের বিধান কপিরাইট মালিকদের মতই, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন রক্ষণশীল বা অস্থায়ী পদক্ষেপ; দেওয়ানি প্রতিকার; শাস্তিমূলক ব্যবস্থা; সীমান্তে গৃহীত পদক্ষেপ; এবং কারিগরী যন্ত্রের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ, প্রতিকার এবং শাস্তি।

সবশেষে, সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষায় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন। উন্নয়নশীল অনেক দেশের অলিখিত সংস্কৃতির প্রকাশ বা উপলব্ধি, সাধারণভাবে যা ফোকলোর বা ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে পরিচিত, সম্পর্কিত অধিকারের অধীনে হিসেবে সুরক্ষা করা যেতে পারে, যেহেতু এগুলো শিল্পীদের বা উপস্থাপনা উদ্ভাবন বা সৃষ্টি, যা দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হয়। সম্পর্কিত অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের বিশাল, প্রাচীন ও অমূল্য সাংস্কৃতিক প্রথাগুলো সুরক্ষার একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারে, যেগুলোই মূলত এক সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতি থেকে আলাদা করে। এ প্রক্রিয়ায়, ফোনোগ্রাম প্রযোজক ও সম্প্রচার সংস্থাগুলোর সুরক্ষার অর্থ হচ্ছে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো দেশের অভ্যন্তরে ও ক্ষেত্রবিশেষে, দেশের বাইরে বিতরণের ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করা। ওয়ার্ল্ড মিউজিক বলে পরিচিত ধারণার জনপ্রিয়তা এটাই নিশ্চিত করে যে, এ জাতীয় বাজার আসলে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু, যে দেশ থেকে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি উদ্ভূত হয়েছে সে দেশ সবসময় এর থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে পারে না। সংক্ষেপে, সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষা মূলত দু'ভাবে অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতি সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য পূরণ করে।

সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ ঐহিত্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়নের রাজ্যকে ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আজকাল, যে মাত্রায় একটি দেশ মেধা সম্পদ অধিকার সুরক্ষা করে সেটা এ ধরনের অধিকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত পণ্য ও সেবার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে ঐ দেশের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনার সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। উদাহরণ হিসেবে, টেলিযোগাযোগ ও কম্পিউটার অবকাঠামোর মিলন উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির নানা খাতে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করছে, এ খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে মেধা সম্পদ এবং যেসব দেশে মেধা সম্পদ সুরক্ষায় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থাকবে না সেসব দেশ এ জাতীয় বিনিয়োগের বাইরে থাকবে।

সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষা এভাবে একটি বিস্তৃত পরিসরের অংশ হিসেবে কাজ করছে। একবিংশ শতাব্দীর বাণিজ্যের চরিত্র নির্ধারণকারী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের এই উদীয়মান পদ্ধতিতে অংশ নেয়ার পূর্বশর্তই হচ্ছে এ জাতীয় অধিকারগুলো সংরক্ষণ করা।

WIPO'র ভূমিকা

বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন- WIPO) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা মেধা সম্পদের মালিক ও স্রষ্টাদের অধিকার যেন যথাযথভাবে বিশ্বব্যাপী সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করার কাজে সহায়তা করে। আর এভাবেই উদ্ভাবক ও লেখক তাদের উদ্ভাবনকুশলতার জন্য স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হন।

জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে WIPO মেধা সম্পদ অধিকার রক্ষায় আইন ও রীতি প্রণয়ন এবং এগুলো সমন্বয়ের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ফোরাম কাজ অবস্থান করছে। অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশের শত বছরের পুরনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক নতুন ও উন্নয়নশীল দেশ তাদের পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক এবং কপিরাইট আইন ও পদ্ধতি উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে। গত দশকে সংঘটিত বাণিজ্যের দ্রুত বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল রেখে চুক্তি সমঝোতা, আইনি ও কারিগরী সহায়তা এবং মেধা সম্পদ অধিকার কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে WIPO এসব নতুন পদ্ধতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

স্যাটেলাইট সম্প্রচার, কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি, ডিভিডি এবং ইন্টারনেটের মত যোগাযোগ মাধ্যমের প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সৃষ্টিকর্ম বিতরণের যে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তাতে করে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারের আওতা নাটকীয়ভাবে বিস্তৃত হয়েছে। সাইবার জগতে কপিরাইট সুরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড প্রণয়নের আন্তর্জার্তিক আলোচনায় WIPO ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো WIPO পরিচালনা করে:

- সাহিত্য বিষয়ক ও শৈল্পিক কাজ সুরক্ষায় বার্ন কনভেনশন (বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস)
- স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রেরিত অনুষ্ঠান বহনকারী সংকেতের বিতরণ বিষয়ক ব্রাসেলস কনভেনশন (ব্রাসেলস কনভেনশন রিলেটিং টু দা ডিস্ট্রিবিউশন অব প্রোগ্রাম-ক্যারিং সিগন্যালস ট্রান্সমিটেট বাই স্যাটেলাইট)
- অবৈধ অনুলিপি তৈরির বিরুদ্ধে ফোনোগ্রামের প্রযোজকদের সুরক্ষা বিষয়ক জেনেভা কনভেনশন (জেনেভা কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব প্রডিউসারস অব ফোনোগ্রামস এগেইনস্ট আনঅথোরাইজড ডুপ্লিকেশন অব দেয়ার ফোনোগ্রামস)

- শিল্পী, ফোনোগ্রামের প্রযোজক এবং সম্প্রচার সংস্থাদের সুরক্ষায় রোম কনভেনশন (রোম কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব পারফর্মারস, প্রডিউসারস অব ফোনোগ্রামস অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশনস)
- WIPO কপিরাইট চুক্তি (WIPO কপিরাইট ট্রিটি-WCT)
- WIPO উপস্থাপন ও ফোনোগ্রাম চুক্তি (WIPO পারফরমেন্সস অ্যান্ড ফোনোগ্রামস ট্রিটি-WPPT)

WIPO'র রয়েছে **সালিশ-নিষ্পত্তি ও মধ্যস্ততা কেন্দ্র,** বিভিন্ন বেসরকারি পক্ষের মধ্যে মেধা সম্পদ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক সেবা প্রদান করে এ কেন্দ্র। এসব কার্যবিবরণীর মধ্যে রয়েছে চুক্তি সংশ্লিষ্ট বিরোধ (যেমন পেটেন্ট এবং সফটওয়্যার লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক সহ-অবস্থান চুক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন চুক্তি) এবং চুক্তির বর্হিভূত বিরোধ (যেমন পেটেন্ট লঙ্ঘন)। প্রতারণামূলক নিবন্ধন ও ইন্টারনেট ডমেইন নেম ব্যবহারজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে WIPO'র এই কেন্দ্র প্রধান সারির বিরোধ নিষ্পত্তিমূলক সেবা প্রদানকারী হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে।

অতিরিক্ত তথ্য

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার বিষয়ক অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যাবে WIPO ওয়েবসাইট এবং WIPO'র বিভিন্ন প্রকাশনায়। অনেকগুলো প্রকাশনা বিনা পয়সায় ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

www.wipo.int	WIPO ওয়েবসাইটের জন্য।
www.wipo.int/treaties	মেধা সম্পদ অধিকার নিয়ন্ত্রণকারী সবগুলো চুক্তির বিষয়বস্তুর জন্য।
www.wipo.int/ebookshop	WIPO ইলেক্ট্রনিক বুকশপ থেকে প্রকাশনা কেনার জন্য। এর মধ্যে রয়েছে :

- *Intellectual Property: A power tool for Economic Growth, by Kamil Idris, publication no. 888.*
- *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, publication no. 489.*
- *Collective Management of Copyright and Related Rights, publication no. 855.*
- *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, publication no. 891.*

- *Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries, publication no. 893.*
- *WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights, publication no. 897.*

www.wipo.int/publications বিনা পয়সায় ডাউনলোডের জন্য। এর মধ্যে রয়েছে :

- *WIPO General Information, publication no. 400.*
- *From Artist to Audience: How creators and consumers benefit from copyright and related rights and the system of collective management of copyright, publication no. 922.*
- *Creative expressions: An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises, publication no. 918.*

জাতীয় মেধা সম্পদ অফিসগুলোর ওয়েবসাইটের লিংকের জন্য দেখুন
www.wipo.int/new/en/links/addresses/ip/index.htm।